৩য় পাঠ

খ্রীষ্টঃ অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্যমান প্রকাশ

"ছেলেটা দেখতে ঠিক তার বাবার মত।" আপনি কি কখনও কোন ছেলের বিষয়ে কাউকে এইরূপ মন্তব্য করতে শুনেছেন? অনেক সময় আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, "দু'জনের মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য ঠিক কিরূপ?" বাবা এবং ছেলে যদি একই রকম দেখতে হয়, তাহলে এই মিল আমরা সহজেই দেখতে পাই, কিন্তু অনেক সময় সাদৃশ্য এতটা পরিষ্কার নয়। উদাহরণ স্বরূপ, তাদের কার্যাবলী, কিম্বা তাদের চিন্তাধারা একইরূপ হতে পারে। অথবা তাদের ব্যক্তিত্ব প্রায় একরূপ হতে পারে। শিশুটিকে লক্ষ্য করে আপনি অনেক পথে তার বাবা কিরূপ তা দেখতে পারেন।

পিতা ঈশ্বর কেমন তা দেখাবার জন্য যীশু জগতে এসেছিলেন। তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্যমান প্রকাশ। যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের স্বাভাবিক এবং নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। অলৌকিক্ অবতারের মাধ্যমে তিনি মানুষের স্বভাব ও আকার গ্রহণ করেন। এই কাজের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের গুণাবলী প্রকাশ করেছেন এবং এই গুণগুলি মানুষকে প্রদান করেছেন। যীশু বলেছেন, "যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে"। (যোহন ১৪ ঃ ৯)।

এই পাঠে আমরা "ঈশ্বরের প্রতাপের প্রভা ও তাঁর তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক" (ইব্রীয় ১ ঃ ৩) যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে মতবাদ আলোচনা করব। আমরা তাঁর সম্পর্কে, তাঁর পৃথিবীর জীবন এবং তিনি কিভাবে পিতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, সে সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে আমরা যেন আগ্রহের সাথে এই প্রার্থনা করি যে, আমরাও একই ভাবে পুত্রের সৌন্দর্যকে যেন অন্যদের কাছে তুলে ধরতে পারি।

পাঠের খসড়া ঃ

খ্রীষ্টের মানবত্ব।

খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব।

খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের মিলন।

খ্রীষ্টের কাজ।

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব সম্পর্কে বাইবেলের প্রমাণ উল্লেখ করতে পারবেন।

★ অবতারের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য আলোচনা করতে পারবেন।

★ খ্রীষ্টের বিভিন্ন কাজ এবং সেগুলির গুরুত্ব সনাক্ত করতে পারবেন।

★ খ্রীষ্টের সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভের ফলে তাঁকে আরও বেশী ভালবাসতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। ১ম ও ২য় পাঠে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে পাঠের বিস্তারিত বিবরণ অধ্যয়ন করুন।

২। শিক্ষামূলক প্রশ্নগুলির জন্য পাঠের শেষ ভাগে দেওয়া উত্তর দেখবার আগে প্রথমে অবশ্যই নিজের উত্তর লিখুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখলে সে বিষয়ে আবার পড়াশুনা করুন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

অবতার	মানবত্ব	নশ্বর	অলৌকিক
স্বতন্ত্র	বংশ-সূত্র	পুনর্মিলন	ঈশ্বরত্ব
অসাধারণ	মধ্যস্থ	প্রতিনিধি	অবতারত্ব

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

খ্রীষ্টের মানবত্ব ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ যীশুর মানবত্বের প্রমাণগুলির সাথে সেগুলির বর্ণনার মিল দেখাতে পারা।

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সমুদয় স্বতন্ত্র উপাদানগুলির মধ্যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের **অবতারত্ব** নিঃসন্দেহে সবচেয়ে মৌলিক বিষয়। **অবতার** কথাটি যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের মিলনের প্রতি ইংগিত করে। পবিত্র শাস্ত্র স্পষ্টরূপে এই শিক্ষা দেয় যে, আমাদের রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র মানব হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র "দেহ ধারণ" করলে পর ঈশ্বর সম্পূর্ণ নতুন এক পথে জগতে কাজ করেছেন। যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতে কুমারী মরিয়মের গর্ভে এসেছিলেন। এই অসাধারণ সৃষ্টি কাজে ঈশ্বর মানুষের বংশগত ধারাবাহিকতা ভেঙ্গে এক ঐশ্বরিক সত্তাকে জগতে এনেছিলেন।

আমরা যখন বুঝতে পারি যে, এটি ছিল ঈশ্বরের একটি নতুন কাজের অংশ তখন এই আশ্চর্য ঘটনার রহস্য অনেকাংশে দূর হয়।

ঈশ্বর-পুত্র নিজে রক্ত-মাংস হয়ে রক্ত-মাংসের জীব মানুষকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। নিজের মৃত্যুর দ্বারা মানুষের পরিত্রাণ অর্জনের জন্য তিনি তা করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর অবতারের মাধ্যমে পৃথিবীতে তাঁর উদ্ধার পরিকল্পনার কাজ শুরু করেছিলেন ঃ "কিন্তু সময় পূর্ণ হলে পর ঈশ্বর তার পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন" (গালাতীয় ৪ ঃ ৪)। তাঁর পরিত্রাণের উদ্দেশ্য সাধনের অন্য কোন পথ ছিল না।

সুতরাং অবতার ছিল পাপী মানুষের একটি পরিবর্তন বিন্দু ; কারণ এর ফলেই ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনায় যেহেতু যীশুর মানব হওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা তাঁর মানবত্বের কতিপয় নিদর্শণ সম্পর্কে আলোচনা করব। তাঁর মানব পূর্বপুরুষগণ, মানব-সুলভ বৃদ্ধি, মানব চেহারা, মানব-সুলভ সীমাবদ্ধতা এবং মানব-সুলভ নাম, ইত্যাদি এদের অন্তর্ভুক্ত।

মানব পূর্বপুরুষগণ ও মানব সুলভ বৃদ্ধি ঃ

মথি এবং লূক এই দুইজন সুসমাচার লেখক খ্রীষ্টের মানব বংশ সূত্র দেখিয়েছেন। মথি প্রকৃত পক্ষে তাঁর বংশ সূত্রকে দায়ূদ এবং আরও পেছনে আদি পিতাদের সাথে যুক্ত করেছেন (মথি ১ ঃ ১-১৭)। তাঁর মনে দু'টি উদ্দেশ্য ছিল ঃ

১। প্রমাণ করা যে যীশু দায়ূদের বংশ জাত এবং তাই তিনি ইস্রায়েলের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নতুবা কোন যিহূদী তাকে রাজা বা মশীহরূপে গ্রহণ করত না।

২। প্রমাণ করা যে, অব্রাহামের বংশ হিসেবে তিনি ছিলেন সেই প্রতিজ্ঞাত শিশু যার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল পরিবার আশীর্বাদ লাভ করবে (আদি ২২ ঃ ১৭-১৮ পদ দেখুন)।

লূক যীশুর বংশ সূত্রকে আরও পেছনে প্রথম মানব আদম পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন (লূক ৩ ঃ ২৩-৩৮)। সে যা হোক, মথি এবং লূক

উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল যীশুর মানব অভিজ্ঞতার উপরে প্রাধান্য আরোপ করা যে, তিনি একজন স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মেছিলেন (গালাতীয় ৪ ঃ ৪)।

আমরা যদিও বলে থাকি যে, যীশুর মানব পূর্বপুরুষ ছিলেন, তথাপি এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে যে, তাঁর কোন স্বাভাবিক মানব পিতা ছিলেন না। তাঁর জন্ম অন্য সকল মানব-জন্ম থেকে ভিন্ন ছিল। লূকের সুসমাচারে এমন একটি দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে যেখানে স্বর্গ দূত মরিয়মকে বলেছেন যে তিনি শীঘ্রই গর্ভবতী হবেন। অবিলম্বে তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল ঃ "তা কি করে হবে · আমি তো কুমারী?" (লূক ১ ঃ ৩৪)। আপাতঃদৃষ্টে অসম্ভব যীশুর এই অলৌকিক্ জন্ম সম্পর্কে তার প্রশ্নের উত্তরে স্বর্গদূত তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, "কিছুই ঈশ্বরের অসাধ্য নয়" (৩৭ পদ)। যীশুর জন্ম ছিল বিস্ময়কর ভাবে অলৌকিক্, তবুও তা ছিল **মানব** জন্ম।

যীশু মানব বৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিকাশ লাভ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁর শহরের লোকেরা নাসারতের সমাজের একজন স্বাভাবিক সভ্য হিসেবে তাঁর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশকে মেনে নিয়েছিলেন (মথি ১৩ ঃ ৩৫)। লূক বলেন, "শিশু যীশু বয়সে বেড়ে শক্তিমান হয়ে উঠলেন এবং জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন। তাঁর উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল" (লূক ২ ঃ ৪০)। আমরা জানি যে তাঁর মানসিক বিকাশ তাঁর সময়কার স্কুলে শিক্ষা লাভের ফল ছিল না (যোহন ৭ ঃ ১৫)। তা ছিল তাঁর ঈশ্বরভক্ত বাবা-মায়ের কাছ থেকে, নিয়মিত ভাবে সমাজ ঘরে যোগদান করা (লূক ৪ ঃ ১৬), বিশ্বস্ত ভাবে মন্দিরে যাতায়াত (লূক ৭ ঃ ৪১), বিশ্বস্ত ভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তা প্রয়োগের ফলে প্রাপ্ত শিক্ষা এবং প্রার্থনার (মার্ক ১ ঃ ৩৫, যোহন ৪ ঃ ৩২-৩৪) ফল।

১। লূক ২ ঃ ৫২ পদ পাঠ করুন। এই পদটি এই ইংগিত করে যে, যীশুর জীবন বৃদ্ধি পেয়েছিল ঃ—

ক) বুদ্ধিগত ভাবে।
খ) আত্মিক ভাবে।
গ) শারীরিক ভাবে।
ঘ) সামাজিক ভাবে।

মানব চেহারা এবং সীমাবদ্ধতা ঃ

সমস্ত প্রমাণ বা নিদর্শণ এই ইংগিত করে যে, যীশুর দৈহিক চেহারা অন্যান্য লোকদের মতই ছিল। প্রকৃত পক্ষে, লোকদের দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রে যীশু এতই তাদের মত ছিলেন যে, তিনি নিজেকে স্বর্গীয় পিতার সাথে এক বলে দাবি করলে শ্রোতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তারা ক্রুদ্ধ ভাবে সাড়া দিয়েছিল যে তিনি একজন সাধারণ মানুষ, আর তাই নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করবার কোন অধিকার তাঁর নেই (যোহন ১০ ঃ ৩৩)।

রোমীয় শাসনকর্তা পীলাত যীশুর দন্ড ঘোষণা করবার আগে তাঁকে যিহূদীদের কাছে এনে বলেছিলেন, "দেখ, সেই মানুষ" (যোহন ১৯ ঃ ৫)। রোমীয় বিচারকের সামনে দোষী অবস্থায় দণ্ডায়মান যীশুর মানবত্ব সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি। পরে প্রেরিত পৌল প্রথম শতাব্দির জগতের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে যীশু খ্রীষ্ট 'চেহারায় মানুষ' হয়েছিলেন (ফিলিপীয় ২ ঃ ৮)।

যীশুর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সাথীরা কেউই কখনও সন্দেহ করেনি যে তিনি একজন মানুষ। অনেক সময়, তিনি একজন অসাধারণ মানুষ, এই সত্যটি উপলব্ধি করে তারা মুগ্ধ হয়েছেন ঃ "ইনি কে যে, বাতাস এবং সাগরও তাঁর কথা শোনে ?" (মার্ক ৪ ঃ ৪১)।

মানুষের চেহারা গ্রহণ করবার সময় যীশু স্বেচ্ছায় মানুষের সীমাবদ্ধতার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। ফলে, অনেক সময় তিনিও শারীরিক ভাবে ক্লান্ত (যোহন ৪ ঃ ৬), ক্ষুধার্ত (মার্ক ১১ ঃ ১২), এবং তৃষ্ণার্ত (যোহন ১৯ ঃ ২৮) হয়েছেন। তিনি পরীক্ষিত হয়েছেন (মথি ৪ ঃ ১-১১), এবং প্রার্থনার ফলে পিতার দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন (লূক ২২ ঃ ৪২-৪৪)। তিনি কষ্ট ভোগ করেছেন (লূক ২২ ঃ ৪২-৪৪)। তিনি কষ্ট ভোগ করেছেন (১ পিতর ৪ ঃ ১), অবশেষে মৃত্যু বরণ করেছেন (১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৩)। তাঁর মানবত্ব তাঁর উপরে যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে এটি ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

মানব-সুলভ নাম ঃ

যীশুকে প্রদত্ত নামগুলি তাঁর মানবত্বের প্রতিও ইংগিত করে। স্বর্গদূত যখন যোষেফকে শিশুটির বিষয়ে বলেছিলেন তখন তিনি তাঁর নাম রাখতে বলেছিলেন **'যীশু'**, যা আসলে পুরাতন নিয়মের **যিহোশূয়** নামেরই গ্রীক রূপ এবং যার অর্থ **ত্রাণকর্তা** (মথি ১ঃ২১)। তাঁকে "দায়ূদের সন্তান" এবং "অব্রাহামের সন্তানও" বলা হয়েছে (মথি ১ঃ১)। কিন্তু শাস্ত্রে তাঁর জন্য প্রায়ই যে নামটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে নামটি সম্ভবতঃ তার সবচেয়ে প্রিয় সেটি হোল **মনুষ্য পুত্র**। এই নামটি স্পষ্ট ভাবেই তাঁর মানবত্বের প্রতি ইংগিত করে। যীশু তাঁর নিজের কথা বলতে এই নামটি ব্যবহার করেছেন (মথি ২৬ ঃ ৬৪-৬৫)। কিন্তু একটি বিষয় আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে যে, তিনি নিজেকে শুধুমাত্র **একজন** মনুষ্য পুত্র বলে দাবি করেন নি, কিন্তু তিনি নিজেকে **মনুষ্য পুত্র** বলবার দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, তিনি যেমন সত্যই মানুষ, তেমনি সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধি স্থানীয়।

২। লূক ২ঃ ৪০, ৫১ ; ৮ঃ ১৯-২১ এবং যোহন ৭ঃ ১-৮ পদ পাঠ করুন। এই শাস্ত্রাংশগুলির উপর ভিত্তি করে **সত্য** উক্তিগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) যীশু শৈশবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের ধাপগুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছেন এবং শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছেন।

খ) বালক যীশু অসাধারণ গুণাবলী প্রদর্শণ করলেও তিনি তখনও তাঁর বাবা-মায়ের পরিচালনাধীনেই ছিলেন।

গ) যীশু শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলে পর তিনি যখন সকলের মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দু হলেন তখন তাঁর পরিবার তাঁর দায়িত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তারা তাঁর উপরে দাবি করেন নি।

ঘ) যীশুর ভাইয়েরা তাঁর আশ্চর্য কাজের ফলে বিশ্বাস করেছিল যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের চেয়েও বেশী কিছু, আর তারা তাঁর প্রকাশ্যে পরিচর্যা অনুমোদন করেছিল।

৩। নীচে ডান পাশে যীশুর মানবত্বের প্রতিটি নিদর্শণের সাথে বাম পাশে তাদের বর্ণনাগুলির মিল দেখান।

.....ক) যীশু ক্লান্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কষ্ট ভোগ এবং পরিশেষে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।	১। মানব বংশ সূত্র।
..... খ) যীশুকে পুরাতন নিয়মের যিহোশূয় নামের গ্রীক রূপ 'যীশু' এবং অন্যান্য নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।	২। মানব-সুলভ বিকাশ।
..... গ) বাইবেলের লেখকগণ দায়ূদ, অব্রাহাম এবং আদম পর্যন্ত যীশুর বংশ সূত্র দেখিয়েছেন।	৩। মানব-চেহারা।
... ঘ) যীশুর উপরে দণ্ড প্রদানকারী রোমীয় শাসন কর্তা এই বলে তাঁকে সনাক্ত করেছেন, "দেখ, সেই মানুষ" (যোহন ১৯ ঃ ৫)।	৪। মানব-সুলভ সীমাবদ্ধতা।
.....ঙ) যীশু মানসিক, শারীরিক, আত্মিক এবং সামাজিক অগ্রগতি দেখিয়েছেন।	৫। মানব-সুলভ নাম।

খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ যে উক্তিগুলি যীশুর ঈশ্বরত্ব সমর্থন করে সেগুলি মনোনীত করতে পারা।

যীশুর মানবত্ব সম্পর্কে আমরা শাস্ত্রীয় নিদর্শণ অনুসন্ধান করেছি, আর আমরা দেখেছি যে, এই নিদর্শণ চূড়ান্ত। এখন আমরা খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে বাইবেলের সত্যগুলি এবং তাঁর সত্তার এই দিকটির গুরুত্ব আলোচনা করব।

ঐশ্বরিক অধিকার ঃ

খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে আমরা প্রথমে যে নিদর্শণটি আলোচনা করব তা হোল তিনি এমন সব ঐশ্বরিক অধিকার অনুশীলন করেছেন

যেগুলি শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই আছে। মানুষের আরাধনা গ্রহণ, পাপ ক্ষমা, মৃতকে জীবিত করা এবং বিচারের ক্ষমতা, ইত্যাদি ঐশ্বরিক অধিকারগুলির অন্তর্ভুক্ত।

যেহেতু দশ আজ্ঞার মধ্যে (যাত্রা ২০ ঃ ৩-৫) ঈশ্বর অপর কোন দেবতার আরাধনা করতে নিষেধ করেছেন, তাই যীশু প্রকৃত ঈশ্বর না হলে তাঁর এইরূপ দাবি ঈশ্বর নিন্দার কাজ হত। (ঈশ্বর-নিন্দা মানে ঈশ্বরের অপমান করা, বা অন্যায় ভাবে নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করা।) দিয়াবলের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার সময় যীশু সদাপ্রভুর আরাধনা করবার এবং একমাত্র তাঁরই সেবা করবার আদেশটি পুনরায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন (মথি ৪ ঃ ১০)। তথাপি, তিনি আরাধনার অধিকার দাবি করেছেন।

বাইবেলে আমরা দেখি যে, লোকেরা যখন অজ্ঞতা বশতঃ প্রেরিতদের আরাধনা (পূজা) করতে চেয়েছেন, তখন এই ঈশ্বরের মানুষেরা তাদের সেই আরাধনা গ্রহণ করতে কঠোর অস্বীকৃতি জানিয়েছেন (প্রেরিত ১০ ঃ ২৫-২৬, ১৪ ঃ ১১-১৮)। এমন কি পবিত্র স্বর্গদূতগণও মানুষের আরাধনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন (প্রকাশিত বাক্য ১৯ ঃ ১০ ; ২২ ঃ ৮-৯)। প্রেরিতগণ, যারা সাধারণ মানুষ মাত্র, তারা এবং শক্তিমান স্বর্গদূতগণ আরাধনা গ্রহণ করতে না চাইলেও যীশু তাঁর অধিকার হিসেবে তা গ্রহণ করেছেন। তাঁকে সম্মান করা সব লোকদের একটি অবশ্য করণীয় বলে তিনি দাবি করেছেন (যোহন ৫ ঃ ২৩)।

দ্বিতীয়তঃ একমাত্র ঈশ্বরই যে ক্ষমতার অধিকারী, আমরা যীশুকে সেই পাপ ক্ষমা করবার অধিকার ব্যবহার করতে দেখি (মার্ক ২ ঃ ৭)। যীশুর শত্রুরা এ সম্পর্কে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হলেও যীশু তাঁর পাপ ক্ষমা করবার অধিকার ব্যবহারে দ্বিধা করেন নি (মথি ৯ ঃ ২-৬)।

যীশু জীবন দেওয়ার অধিকারও ব্যবহার করেছেন (যোহন ৫ ঃ ২১ ; ১০ ঃ ১০)। কমপক্ষে তিনটি ক্ষেত্রে যীশু মৃতকে জীবন দান করেছিলেন (লূক ৭ ঃ ১১-১৭ ; ৮ ঃ ৪০-৫৬ ; যোহন ১১ ঃ ১-৪৪)।

এবং ভবিষ্যতে তাঁর শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা সমস্ত লোককে জীবিত করা হবে (যোহন ৫ ঃ ২১-৩০)। স্পষ্টতঃই, মৃতকে জীবন দান করা এমন একটি কাজ, যা সাধারণ মানুষ তার নিজের ক্ষমতায় করতে পারে না।

যীশুর দ্বারা ঐশ্বরিক অধিকার অনুশীলনের চতুর্থ উদাহরণ হোল তাঁর বিচারের অধিকার ঃ "পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে দিয়েছেন" (যোহন ৫ ঃ ২২)। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি তাঁর বিচার করবার অধিকার সম্বন্ধে আরও আলোকপাত করে ঃ মথি ২৫ ঃ ৩১-৪৬; প্রেরিত ১০ ঃ ৪২; ১৭ ঃ ৩১ এবং ২ করিন্থীয় ৫ ঃ ১০ পদ।

যীশু কোন প্রকার ইতস্ততঃ না করেই এই সকল এবং তৎসহ অন্যান্য আরও অনেক অধিকার অনুশীলন করেছেন। ঈশ্বর না হয়ে এইরূপ করা হোত ধৃষ্টতা (যতটুকু ন্যায় সংগত তাকে অতিক্রম করে যাওয়া) এবং ঈশ্বর-নিন্দা।

৪। মন থেকে যীশুর সেই সমস্ত কাজগুলি উল্লেখ করুন, যেগুলি তিনি পৃথিবীতে থাকা কালে করেছিলেন এবং যেগুলি তাঁর দ্বারা ঐশ্বরিক অধিকারগুলির ব্যবহার দেখায়। আপনার নোট খাতা ব্যবহার করুন।

ঐশ্বরিক চরিত্র ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ তাঁর যে নৈতিক ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি যীশুকে ঈশ্বর হিসেবে সনাক্ত করে সেগুলি উল্লেখ করতে পারা।

নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

যীশুর চরিত্র লোকদের বিস্মিত করেছে। সব রকম পরিস্থিতিতে তাঁর আচরণ ও মনোভাব দেখে তারা আশ্চর্য হয়েছে। বিভিন্ন জীবন-পরিস্থিতিতে তাঁর প্রদত্ত সাড়া এটাই স্পষ্টরূপে দেখিয়েছে যে, তিনি ভিন্ন বা পৃথক। তিনি পিতা ঈশ্বরের একই নৈতিক ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী ছিলেন।

যীশু এমন পবিত্র জীবন যাপন করতেন যে, তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি কোন পাপ করেন নি এবং কোন ছলনার কথা তার মুখে শোনা যায়নি" (১ পিতর ২ ঃ ২২)। তিনি নিষ্পাপ ছিলেন বলে তার শত্রুরা তাঁর দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি (যোহন ৮ ঃ ৪৬)। সাধারণ কোন মানুষের পক্ষেই এই স্তরের আচার-আচরণ করা অসম্ভব, কিন্তু যীশু মানুষ মাত্র ছিলেন না।

তাঁর **ভালবাসাও** যীশুকে সাধারণ মানুষদের থেকে আলাদা করে। জীবনের সকল পেশার এবং সমাজের সর্বস্তরের লোকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যীশু তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করেছেন (লূক ১৯ ঃ ১০; এছাড়াও মথি ১১ ঃ ১৯ এবং মার্ক ১০ ঃ ১৭-২২ পদের মধ্যেও তুলনা করুন)। তিনি যেমন তাঁর অনুসারীদের জন্য, তেমনি তাঁর শত্রুদের জন্যও প্রার্থনা করেছেন (যোহন ১৭ ঃ ৯, ২০; লূক ২৩ ঃ ৩৪)। তাঁর এই নিখুঁত ভালবাসা এটাই প্রকাশ করেছে যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

বিভিন্ন পথে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অকৃত্রিম বিনয় ও নম্রতা দেখিয়েছেন। সেবা করবার ইচ্ছা নিয়েই তিনি প্রকাশ্যে পরিচর্যা আরম্ভ করেছিলেন (মথি ২০ ঃ ২৮)। প্রভু স্বয়ং শিক্ষক হিসেবে শিষ্যদের পা ধোয়ানোর মাধ্যমে তিনি সেবার সত্যিকার অর্থ দেখিয়েছেন (যোহন ১৩ ঃ ১৪)। পাপী (লূক ৭ ঃ ৩৭-৩৯, ৪৪-৫০), সন্দেহ প্রবণ (যোহন ২০ ঃ ২৯) এবং যারা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল (লূক ২২ ঃ ৬১; যোহন ২১ ঃ ১৫-২৩) তাদের সকলের সাথেই তিনি কোমল ব্যবহার করেছেন। ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়েই তিনি তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা নিজে করে দেখিয়েছেন। কোন মানুষই কখনও এইরূপ ভালবাসায় পূর্ণ জীবন যাপন করে নি।

পিতা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালবাসার মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে তাঁর ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের সাথে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপরেই ফলপ্রসূ

আত্মিক জীবনের রহস্য নিহিত। কোন সাধারণ মানুষই তাঁর মত করে প্রার্থনা করতে সক্ষম ছিল না। তিনি ঐকান্তিক ভাবে (লূক ২২ ঃ ৩৯-৪৪), নিয়মিত ভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনা করতেন। অনেক সময় তিনি সারারাত প্রার্থনা করতেন। আবার অন্য কোন কোন সময়ে তিনি প্রার্থনা করবার জন্য খুব ভোরে উঠতেন (মার্ক ১ ঃ ৩৫)। আমাদের আত্মিক জীবন রক্ষা ও বৃদ্ধির আদর্শ হিসেবে তিনি এক নিখুঁত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন (১ পিতর ২ ঃ ২১)।

যীশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত কোন ব্যক্তিই তাঁর মানবত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করতে পারেনি। কিম্বা কোন ব্যক্তি তাঁর সিদ্ধতাকে কোন একজন সাধারণ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যাবলীর সাথেও তুলনা করতে সক্ষম ছিল না। তিনি ছিলেন ভালবাসা এবং পবিত্রতার এক নিখুঁত উদাহরণ, পিতরের কথায় "সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র" (মথি ১৬ ঃ ১৬)।

৫। যীশু কোন্ কোন্ পথে তাঁর ভালবাসা ও পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন আপনার নোট খাতায় লিখুন।

স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

প্রেরিত পৌল বলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের ক্ষমতা (বা শক্তি) এবং প্রজ্ঞা স্বরূপ, (১ করিন্থীয় ১ ঃ ২৪), এবং তাঁর সমস্ত পূর্ণতা পুত্রের মধ্যে প্রদান করে তিনি সন্তুষ্ট (কলসীয় ১ ঃ ১৯, ২ ঃ ৯)। মথি তার সুসমাচারের উপসংহারে যীশুর এই কথাগুলি উল্লেখ করেছেন ঃ "স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে" (মথি ২৮ ঃ ১৮)। এই শাস্ত্রাংশগুলি এটাই দেখায় যে, পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি যীশু **সর্বশক্তিমান**। এই মহা-বিশ্বের সকল স্বর্গদূতেরা, ক্ষমতার অধিকারীরা ও শাসন কর্তারা তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীন (১ পিতর ৩ ঃ ২২)।

বাইবেলে আমরা আরো শিক্ষা পাই যে, যীশু **সর্বত্র-বিদ্যমান** (সব জায়গায় আছেন)। প্রেরিত পৌল বলেন যে, পিতা ঈশ্বর

সব কিছুই পুত্রের অধীন করেছেন, এবং পুত্র "সব দিক থেকে সব কিছু পূর্ণ করেন" (ইফিষীয় ১ ঃ ২২-২৩)। আমরা অল্প কয়েক জনও যদি তাঁর আরাধনা করবার জন্য একত্রে মিলিত হই তাহলেও তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে সেখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন (মথি ১৮ ঃ ২০)—এটি আমাদের জন্য একটি বড় প্রেরণা। কোন কোন সময় আমরা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে না পারলেও তিনি সব সময়েই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

যীশু খ্রীষ্ট **সর্বজ্ঞ**—তিনি সব কিছুই জানেন (যোহন ২ ঃ ২৪-২৫ ; ১৬ ঃ ৩০ ; ২১ ঃ ১৭)। প্রেরিত পৌল ঈশ্বরের রহস্যের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে, **খ্রীষ্টই** সেই রহস্য, "যাঁর মধ্যে সমস্ত **জ্ঞান** ও **বুদ্ধি** লুকানো আছে" (কলসীয় ২ ঃ ২-৩)। তিনি শমরীয় স্ত্রীলোকটির পাপ জীবনের কথা (যোহন ৪ অধ্যায়), ফরীশীদের মনের চিন্তা (লূক ৬ ঃ ৮), তিনি কিভাবে এবং কখন জগৎ ছেড়ে যাবেন (যোহন ১২ ঃ ৩৩ ; ১৩ ঃ ১), এবং বর্তমান যুগের প্রকৃতি ও এর শেষ (মথি ২৪ এবং ২৫ অধ্যায়, মার্ক ১৩ ; লূক ২১ অধ্যায়), ইত্যাদি সবই জানতেন।

কিন্তু এমন কোন কোন শাস্ত্রাংশ আছে যেগুলি আমাদেরকে তাঁর **সর্বজ্ঞতার** বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে আরও গভীর অনুসন্ধানে চালিত করে। উদাহরণ স্বরূপ, মথি ২৪ ঃ ৩৬ পদ এই ইংগিত করে যে, তিনি তাঁর স্বর্গে ফিরে যাবার সময় জানতেন না ; আবার মার্ক লিখেছেন যে, যীশু ফল পাবার আশায় ডুমুর গাছের কাছে গিয়ে হতাশ হয়েছিলেন (মার্ক ১১ ঃ ১৩)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যীশু তাঁর পৃথিবীর বা তাঁর **মানব** জীবনে স্বাধীন ভাবে তাঁর ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুশীলনের অধিকার পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি ঐ সময় স্বেচ্ছায় তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা ব্যবহার না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, এই ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি নিজেকে উদ্ধার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা ব্যবহার করতে অস্বীকার

করেছেন (মথি ২৬ ঃ ৫২-৫৪)। তিনি তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বলে তা করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, দুঃখ-ভোগ ও মৃত্যুর কাছে নিজেকে সঁপে না দিলে পাপী মানুষের বদলে মৃত্যু বরণ করবার যে দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি তা পূর্ণ করতে পারবেন না। এখন তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে বলে. তিনি সব কিছু জানবার বৈশিষ্ট্যটি সহ তাঁর সমুদয় ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য পুনরায় গ্রহণ করেছেন।

পবিত্র শাস্ত্রে যীশুকে ঈশ্বরের **অনন্তজীবী** পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে (যোহন ১ ঃ ১ ; ১ যোহন ১ ঃ ১ ; মীখা ৫ ঃ ২)। তিনি সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন (ইব্রীয় ১ ঃ ১১-১২ ; ১৩ ঃ ৮)। এই শাস্ত্রাংশগুলি আরও বলে যে, যীশু খ্রীষ্ট **পরিবর্তিত হন না**। এই গুণগুলি যে ঈশ্বরেরই বৈশিষ্ট্য তা আমরা দেখেছি। এইরূপে এগুলি যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়।

৬। মানবরূপে পৃথিবীতে থাকা কালে যীশু তাঁর সমস্ত ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করেন নি কেন, তার ব্যাখ্যা আপনার নোট খাতায় লিখুন।

৭। আপনার নোট খাতায় **যীশুর নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ** এবং **যীশুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ**—এই দুটি শিরোনামা লিখুন। তারপর যে বৈশিষ্ট্যগুলি যে শিরোনামার মধ্যে পড়ে সেগুলি সেই শিরোনামার নীচে লিখুন। পরে ১ম ও ২য় পাঠে আলোচিত ঈশ্বরের নৈতিক ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আপনার তালিকাটির তুলনা করুন। এই তুলনা কি দেখায় ?

ঈশ্বরত্বের দাবি ঃ

তিনি যে ঈশ্বর, এ বিষয়ে যীশু কতিপয় সুনির্দিষ্ট দাবি উত্থাপন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর প্রাক্কালে যীশু প্রেরিতদের অনুরোধ করেছেন যেন তাঁর বিভিন্ন আশ্চর্য কাজগুলির ভিত্তিতে তারা এই দাবিগুলি মেনে নেন (যোহন ১৪ ঃ ১১)। তাঁর দাবিগুলি কি ছিল ?

১। তিনি যিহূদীদের কাছে বলেছেন যে তিনি এবং স্বর্গীয় পিতা এক (যোহন ১০ ঃ ৩০)।

২। প্রাচীনদের মহাসভার সামনে আসামী রূপে দণ্ডায়মান হয়ে যীশু আবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র (লূক ২২ ঃ ৭০-৭১ ; যোহন ১৯ ঃ ৭)।

৩। তিনি দৃঢ়রূপে ঘোষণা করেছেন যে একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব (যোহন ১০ ঃ ৯)।

৪। তিনি বলেছেন যে একমাত্র তাঁর মধ্য দিয়েই পিতার কাছে যাওয়া যায় (যোহন ১৪ ঃ ৬)

৫। তিনি বলেছেন যে তাঁর ক্ষমতা ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না (যোহন ১৫ ঃ ৫)।

৬। শিক্ষাদান কালে তিনি তাঁর পূর্ব-বিদ্যমানতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন (যোহন ৮ ঃ ৫৮ ; ১৭ ঃ ৫)।

৭। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর নামে প্রার্থনা করতে বলেছেন (যোহন ১৬ ঃ ২৩)।

৮। শিষ্যদের পরিচর্যার উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় তিনি তাদের আশ্চর্য কাজ করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন (লূক ৯ ঃ ১-২)।

এই সকল দাবি ও বিবৃতি, তৎসহ যীশুর সাধিত বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ তিনি যে ঈশ্বর, তাঁর এই দাবির সমর্থনে শক্তিশালী প্রমাণ দান করে।

যে নামগুলি ঈশ্বরত্বের ইংগিত করে ঃ

যে নামগুলি কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করা যায়, সমগ্র নূতন নিয়মে সেগুলিই যীশু খ্রীষ্টের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অনুপ্রাণিত লেখকগণ তাকে প্রায়ই **ঈশ্বরের পুত্র** বলে উল্লেখ করেছেন। স্বর্গ থেকে একটি রব দুটি ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করেছে (মথি ৩ ঃ ১৭ ; ১৭ ঃ ৫)। যীশু তাঁর নিজের জন্যেও এই নাম ব্যবহার করেছেন (যোহন ১০ ঃ ৩৬)।

ঈশ্বরত্বের প্রতি ইংগিতকারী আর একটি নামের বিষয়ে যিশাইয় ভাববাদী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং যোষেফের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে স্বর্গদূত যা পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন (যিশাইয় ৭ ঃ ১৪ ;

মথি ১ ঃ ২২-২৩)। শিশুটিকে **ইম্মানুয়েল** বলা হবে যার মানে **"আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর"** (মথি ১ ঃ ২৩)। ঈশ্বর কিছু কালের জন্য এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে বাস করতে এসেছিলেন (যোহন ১ ঃ ১৪)।

যোহন লিখেছেন যে যীশু ঈশ্বরের **বাক্য**। আমাদের কাছে এটিকে একটি অদ্ভুত নাম বলে মনে হয়। কিন্তু তখনকার দিনে দার্শনিকরা এই মত পোষণ করতেন যে, বাক্যের ধারণাটির মধ্যেই এই মহাবিশ্বের পিছনে সক্রিয় যুক্তি ও ক্ষমতার সার খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাই যোহন বলেন, "সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন" (যোহন ১ ঃ ১৪)। কোন ব্যক্তির বাক্য (কথা) তার মনের চিন্তা প্রকাশ করে। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ঈশ্বরের চিন্তা এমন ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যেন মানুষ তা পড়ে বুঝতে পারে। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন নন—তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। যোহন বলেন যে বাক্য (যীশু) অনাদি কাল থেকে ঈশ্বর ছিলেন (যোহন ১ ঃ ১-২)।

যীশুকে **ঈশ্বর** বলেও অভিহিত করা হয়েছে। প্রেরিত পৌল লিখেছেন, "আমাদের মহান ঈশ্বর এবং উদ্ধারকর্তা যীশু খ্রীষ্টের মহিমাপূর্ণ প্রকাশের আনন্দভরা আশা পূর্ণ হবার জন্যই আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করি" (তীত ২ ঃ ১৩)।

যীশুর জন্য হিব্রু **মশীহ** নামটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে। এই নামটির গ্রীক রূপ হচ্ছে **খ্রীষ্ট**। এই নামের আর একটি অনুবাদ হোল **অভিষিক্ত**। হিব্রু জাতির কাছে একজন অভিষিক্ত ব্যক্তি বলতে কি বুঝাত? তাদের কৃষ্টিতে, ঈশ্বর যখন কোন ব্যক্তিকে কোন এক বিশেষ কাজের জন্য আহ্বান করতেন, তখন একজন ধর্মীয় নেতা ঐ ব্যক্তিকে **অভিষেক** করতেন। তিনি ঐ মনোনীত ব্যক্তির মাথায় তেল ঢেলে দিতেন। এটি ছিল সেবার জন্য তাকে আলাদা করবার চিহ্ন। হিব্রু জাতির লোকেরা ভাববাদি, যাজক

এবং রাজাদের অভিষেক করা সম্বন্ধে সুপরিচিত ছিল। এইরূপে, পিতর যখন ঘোষণা করেছিলেন যে, যীশু প্রভু এবং খ্রীষ্ট উভয়ই, তখন এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন, তার শ্রোতারা তা বুঝতে পেরেছিল (প্রেরিত ২ঃ৩৬)। কয়েক হাজার লোকের সাড়া থেকে বুঝা যায় যে তারা যীশুকে তাদের **মশীহ** বা **অভিষিক্ত ব্যক্তি** রূপে গ্রহণ করেছিল।

যীশুকে **প্রভু** বলেও অভিহিত করা হয়েছে। অনেক সময় একটি ভদ্রতা সূচক উপাধি হিসেবে এই নামটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপেই এই নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। (লূক ১ঃ৪৩; ২ঃ১১; যোহন ২০ঃ২৮; প্রেরিত ১৬ঃ৩১; এবং ১ করিন্থীয় ১২ঃ৩ পদ দেখুন।) আমাদের প্রভুর জন্য প্রায়শঃ ব্যবহৃত এই নামটি হিব্রু **যিহোবা** শব্দের অনুবাদ। এইরূপে মশীহ খ্রীষ্টকে পুরাতন নিয়মের যিহোবার সাথে অভিন্ন করা হয়েছে।

৮। আপনার নোট খাতায় যীশুকে প্রদত্ত যে সমস্ত নাম তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি ইংগিত করে, সেগুলি লিখুন এবং প্রতিটির জন্য একটি শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্য উল্লেখ করুন।

৯। প্রতিটি **সত্য** উক্তিতে টিক্ চিহ্ন দিন। যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হয় 'এর' মাধ্যমে—

ক) তাঁর দ্বারা মানুষের আরাধনা গ্রহণ, পাপ ক্ষমা করা, মৃতকে জীবন দান এবং বিচারের অধিকার দাবি করা।

খ) তাঁর পবিত্রতা ও ভালবাসার নৈতিক বৈশিষ্টগুলি।

গ) তাঁর সর্বশক্তিমত্তা, সর্বত্র বিদ্যমানতা, সর্বজ্ঞতা, এবং অনন্ততা এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি।

ঘ) তাঁর নিজ লোকেরা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করেছে।

ঙ) তাঁর দ্বারা নিজের ঈশ্বরত্ব দাবি।

চ) তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি ইংগিতকারী বিভিন্ন নাম।

খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের মিলন ঃ

যীশুর অবতারত্ব (বা মানবদেহ ধারণ) এমন একটি সমস্যা ছিল মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রথম দিনগুলিতে যার কোনই সমাধান হয়নি। পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র, যীশুর সঙ্গীদের অভিজ্ঞতা এবং নূতন নিয়মের প্রত্যাদিষ্ট বাক্যের মধ্যে ত্রিত্ববাদের ভিত্তি শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যে প্রশ্নটি বহু জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করেছিল সেটি হোল ঃ যে পুত্র পিতার সাথে সমান ঈশ্বর এবং পিতার মত একই সত্ত্ব বিশিষ্ট, তাঁর পক্ষে আমাদের মত একজন মানুষ হওয়া কি করে সম্ভব ?

অনেকে যীশুর অবতারত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর মানবত্বের উপরে এত বেশী জোর দিয়েছিলেন যে তারা বাস্তবিক পক্ষে তাঁর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেছেন। অন্য অনেকে এর বিপরীত করেছেন ঃ তারা তাঁর ঈশ্বরত্বের উপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাঁর মানবত্ব প্রায় অস্বীকার করেছেন। শেষ পর্যন্ত প্রাচীন মণ্ডলীর নেতাগণ যীশুর অবতার সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় পৌঁছিতে সক্ষম হয়েছিলেন যা আজও যীশুর ব্যক্তি সম্বন্ধে একটি মৌলিক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস বলে গণ্য।

যীশুর অবতারত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ যে উক্তিগুলি যীশুর অবতারত্ব সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করে সেগুলি মনোনীত করতে পারা।

প্রাচীন মণ্ডলীর নেতাগণ যীশুর অবতারত্ব সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন (৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে কালসিডোনের মহা সভায়) তা হোল ঃ

> আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর এবং প্রকৃত মানব, ঈশ্বরত্ব বিচারে তিনি সব কিছুতে পিতার সাথে একই সত্ত্ব বিশিষ্ট, তবুও তাঁর মানবত্ব বিচারে তিনি পাপ বাদে অন্য সব কিছুতে আমাদেরই মত। এইরূপে দুই স্বভাবে যীশু আমাদের কাছে পরিচিত ঃ তিনি ঈশ্বর এবং মানব। এই দুটি স্বভাব একটি

অন্যটি থেকে স্বতন্ত্র। এই দুটি স্বভাবের মিলনের মধ্য দিয়ে এই স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যায় না, কিন্তু প্রতিটি স্বভাবের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে।

এই সংজ্ঞাটি যীশুর অবতারের রহস্য দূর করে না। বরং সকল খ্রীষ্টিয়ানেরাই প্রেরিত পৌলের মতই বিস্ময় বোধ করেন ঃ "খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাসের গোপন সত্য যে মহান তা অস্বীকার করা যায় না। সেই সত্য এই – তিনি মানুষ হিসাবে প্রকাশিত হলেন" (১ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬)। যীশুর মধ্যে মানব এবং ঐশ্বরিক স্বভাবের মিলন এবং এই অতুলনীয় ঘটনাটির তাৎপর্য আলোচনা করলে আমরা এই দুরূহ বিষয়টি অপেক্ষাকৃত ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হব।

আমরা যখন খ্রীষ্টের **মানব-স্বভাব** এবং **ঐশ্বরিক স্বভাবের** কথা বলি তখন আমরা তাঁর অপরিহার্য সত্ত্বা বা বাস্তবতার প্রতিই ইংগিত করি। আমরা যখন বলি যে যীশু **ঐশ্বরিক স্বভাবের** অধিকারী তখন আমরা বুঝি যে, কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে বর্ণনার জন্য যে সকল গুণাবলী, ধর্ম, অথবা বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে পারেন তার সবগুলিই যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এইরূপে, তিনি ঈশ্বর,—কেবল মাত্র তাঁর সদৃশ নন, কিন্তু প্রকৃতই ঈশ্বর।

আমরা যখন বলি যে যীশু **মানব স্বভাবের** অধিকারী, তখন আমরা বুঝি যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর হয়ে মানুষের ভান করছেন না— তিনি একজন মানুষ। কিন্তু তিনি **শুধুমাত্র** একজন মানুষ অথবা **শুধুমাত্র** ঈশ্বর নন। তিনি ঈশ্বর, 'যিনি মানুষ হয়ে আমাদের মাঝে বাস করেছেন' (যোহন ১ ঃ ১৪)। তিনি যখন মানুষ হলেন তখন তাঁর ঈশ্বরত্ব শেষ হয়ে যায়নি। তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বের বিনিময়ে মানবত্ব গ্রহণ করেন নি। তিনি বরং মানব রূপ **ধারণ** করেছেন। অর্থাৎ, তিনি তার ঐশ্বরিক স্বভাবের সাথে মানব স্বভাব যোগ করেছেন। অতএব অবতারের ফলে তিনি ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ই, তিনি ঈশ্বর-মানব।

খ্রীষ্ট রূপে যীশু দৈহিক জাগতিক গুণাবলী সহ মানুষের সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আমরা বলতে পারিনা যে, তাঁর সত্তার গভীরতম স্তরে তিনি একজন **মানব** ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন **ঐশ্বরিক** ব্যক্তি যার মধ্যে মানব স্বভাব বর্তমান। অর্থাৎ, তিনি তাঁর নিজের স্বভাবের সাথে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব যোগ করেন নি, বরং তিনি তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বের সাথে মানব স্বভাব যোগ করেছেন। তাঁর ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বই গভীরতম স্তরে অবস্থিত। তিনি একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি না হলে আমাদের আরাধনা লাভের যোগ্য হতেন না, কারণ খ্রীষ্টিয়ানদের কেবল মাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করতে বলা হয়েছে।

অতএব আমরা দেখি যে, দেহধারী পুত্র তাঁর নিজের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বরত্ব ও প্রকৃত মানবত্বকে যুক্ত করেছিলেন। এইরূপে, তাঁর মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলীর এমন এক সম্মিলন ঘটেছে যে আমরা ঈশ্বর অথবা মানুষের উপযুক্ত যে কোন পথে তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে পারি।

১০। নীচের যে **সত্য** উক্তিগুলি যীশুর অবতারত্ব বা মানব দেহ ধারণ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করে সেগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) যীশু খ্রীষ্ট একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি, যিনি আমাদের মানব রূপ ধারণ করেছিলেন।

খ) যীশু একজন মানুষ, যিনি ঈশ্বরত্ব বরণ করেছিলেন।

গ) যীশু খ্রীষ্ট যেহেতু একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি, তাই তিনি আমাদের আরাধনা পাবার উপযুক্ত।

ঘ) মানব হিসেবে যীশু ক্ষুধিত হয়েছেন, তৃষ্ণার্ত হয়েছেন, ক্লান্ত হয়েছেন এবং দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু বরণ করেছেন। ঐশ্বরিক স্বভাবের ভাগী হিসেবে তিনি সর্বদা তাঁর পিতার ইচ্ছা সাধন করতে চেয়েছেন, কারণ তিনি প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন।

অবতারত্বের কারণ ঃ

আমাদের সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্যে আমরা কখনও পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারব না, কেন আমাদের প্রভু মানুষ হয়েছিলেন। এমন কি থাকতে পারে যা ঈশ্বর-পুত্রকে পৃথিবীতে আসতে এবং ঈর্ষা ও ঘৃণা পরিবেষ্টিত মানব-জাতির অংশ হতে প্রেরণা যুগিয়েছিল ?

প্রথমতঃ ঈশ্বর নিজে মরতে পারতেন না। পাপের জন্য এক নির্দোষ বলির প্রয়োজন হয়েছিল। যেহেতু সমগ্র মানব জাতি পাপে পূর্ণ হয়েছিল, তাই এক নিখুঁত বলি হিসেবে পাপের দণ্ড পরিশোধ করবার জন্য ঈশ্বর মানুষ হয়েছিলেন (ইব্রীয় ২ ঃ ৯)। দ্বিতীয়তঃ অবতার হওয়ার মাধ্যমে যীশু পিতার অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মহিমা প্রকাশ করেছেন (যোহন ১৪ ঃ ৭-১১)। তৃতীয়তঃ মানুষ হওয়ার দ্বারা আমাদের প্রভু আমাদের জন্য একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন (১ পিতর ২ ঃ ২১-২৫)। মানব পরিস্থিতির প্রতি তাঁর প্রদত্ত সাড়াগুলি অনুসন্ধান করলে আমরা তাঁর সাথে একাত্ম হতে এবং খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের লক্ষ্য যে খ্রীষ্টের সাদৃশ্য অর্জন (রোমীয় ৮ ঃ ২৯) তা বুঝতে সক্ষম হই।

যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন যে পিতা যেমন তাঁকে পাঠিয়েছেন, সেইভাবে তিনিও তাদের জগতে পাঠাচ্ছেন (যোহন ১৭ ঃ ১৮, ২০ ঃ ২১)। যারা বিশ্বাস করবে তাদের সকলের কাছে ঈশ্বর-প্রদত্ত পরিত্রাণের কথা ঘোষণা করা এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত। এটি সমগ্র জগতে গিয়ে সব লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করবার মহান পরওয়ানার অংশ (মার্ক ১৬ ঃ ১৫)। আমাদের পরিত্রাণের জন্যই ঈশ্বর যীশুকে দিয়েছিলেন। এই সংবাদ আমাদের সব লোকদের কাছে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

১১। নীচের উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি অবতারের জন্য **সত্য** বা বৈধ কারণ বর্ণনা করে সেগুলির পাশে ১ এবং যেগুলি এর বৈধ কারণ বর্ণনা করে না সেগুলির পাশে ২ লিখুন।

.....ক) তিনি যেন আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুর শাস্তি পরিশোধ করতে পারেন সেজন্য যীশুকে নশ্বর মানব দেহ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

.....খ) পাপী মানব হওয়া কিরূপ ঈশ্বরের পক্ষে তা জানা আবশ্যক ছিল বলে অবতার হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

..... গ) অবতারের মাধ্যমে আমরা মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা, চিন্তা ও যত্নের প্রকাশ দেখতে পাই।

.....ঘ) মানব দেহ ধারণের ফলে খ্রীষ্ট মানুষের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে তিনি আমাদের পক্ষে পিতার কাছে মিনতি করতে পারেন।

.....ঙ) যীশুর মানব দেহ ধারণের ফলে মানুষ এখন আর পাপের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে না, কারণ মানব রূপে ঈশ্বর পুত্রের আত্ম বলিদানের ফলে মানুষ এখন নির্দোষ।

খ্রীষ্টের কার্যাবলী ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ খ্রষ্টের কাজ মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন, তার ব্যাখ্যা দানকারী উক্তিগুলি মনোনীত করতে পারা।

এখন আমরা খ্রীষ্টের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করব। আমরা যখন খ্রীষ্টের সাধিত **কার্যাবলীর** কথা বলি তখন আমরা তাঁর মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং মহিমা প্রাপ্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করি। আমরা এই কাজগুলি পর্যায় ক্রমে আলোচনা করব।

খ্রীষ্টের মৃত্যু ঃ

খ্রীষ্টের মৃত্যু ছিল অন্য যে কোন লোকের মৃত্যু থেকে ভিন্ন। প্রথমতঃ তাঁর মৃত্যু ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাকৃত। তিনি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন, "কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব" (যোহন ১০ ঃ ১৮)। মৃত্যুর

সময়ে যীশু তাঁর আত্মা বিসর্জন দিয়েছিলেন (মথি ২৭ঃ৫০)। শয়তান অথবা শক্তিশালী রোমীয় সৈন্যদের দ্বারা মৃত্যু তাঁর উপরে জোর পূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। তিনি বরং মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছারূপে স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যু একটি কাজ ছিল, কারণ তাঁর মৃত্যুর দ্বারা খ্রীষ্ট আমাদের পাপের পাওনা পরিশোধ করেছেন। পাপের পাওনা হচ্ছে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছেদ। আমাদের পাপের জন্য তাঁকে এই মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল। ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণ করবার সময় তিনি এই ভয়াবহ বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে ছেড়ে গেছ?" (মার্ক ১৫ঃ৩৪)। আমাদের পাপের ফলে ঈশ্বরের মধ্যে যে ক্রোধ জাগ্রত হয়েছিল খ্রীষ্ট এই কাজের দ্বারা সেই ক্রোধ শান্ত করেছেন। ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের দণ্ড তিনি নিজের উপরে নিয়েছিলেন। তাঁর আত্ম বলিদানের দ্বারা খ্রীষ্ট আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত করেছেন, আমাদের বদলে মৃত্যু বরণ করে তিনি আমাদের পাপকে আচ্ছাদিত করেছেন। তিনি এই কাজ করেছেন যেন আমরা ক্ষমা লাভ করে ঈশ্বরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থান ফিরে পেতে পারি।

যুগ যুগ ধরে মানুষ তাদের কল্পিত দেবতাদের ক্রোধ শান্ত করতে চেষ্টা করেছে। তাদের এই প্রচেষ্টা কত না মর্মন্তুদ। তারা এজন্য নানা উপহার ও বলি উৎসর্গ করেছে। কিন্তু তাদের এই সমস্ত উৎসর্গ গ্রাহ্য হয়েছে কি হয়নি তারা তা জানতেও পারেনি। উদাহরণ স্বরূপ, আজটেক ইণ্ডিয়ানরা তাদের কল্পিত দেবতাদের ভীষণ ভয় করত। তারা যত সংখ্যক প্রয়োজন বলে মনে করত তত সংখ্যক মানুষ বলি উৎসর্গ করত। কিন্তু তাদের এই উদার, মূল্যবান এবং অকপট প্রচেষ্টা সবই বৃথা যেত। তাদের যাজকেরা সব সময় একই কথা বলতঃ "আমাদের দেবতা আরও রক্ত চান।"

বাইবেলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের পাপ হেতু আমাদের স্বর্গীয় পিতা সত্য সত্যই ক্রুদ্ধ। কিন্তু তাঁর এই ক্রোধ আজেটিক ইণ্ডিয়ানদের দেবতাদের মত নয়। তাঁর ক্রোধ শান্ত করবার জন্য আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে, তা নিয়ে ভয় বা সন্দেহ পোষণ করবার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর নিজের বলি—তাঁর পুত্রকে—দান করেছেন। যীশু তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে পাপের পাওনা পরিশোধ করে সব কিছু ঠিক করেছেন। এই কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের ন্যায় বিচার বজায় থেকেছে ঃ পাপ আচ্ছাদিত হয়েছে, পাপের পাওনা দণ্ড পরিশোধ হয়েছে, মানুষ ক্ষমা লাভ করেছে এবং সে এক পবিত্র ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার অধিকার লাভ করেছে। রোমীয় ৩ ঃ ২৫-২৬ পদে পৌল এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

> ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টকে পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি তাঁর রক্তের দ্বারা, অর্থাৎ তার মৃত্যুর দ্বারা, মানুষের পাপ দূর করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন। খ্রীষ্টের এই কাজ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে ফল দান করে। এই ভাবেই ঈশ্বর দেখিয়েছেন, যদিও তিনি তাঁর সহ্যগুণের জন্য মানুষের আগেকার পাপের শাস্তি দেন নি, তবুও তিনি নির্দোষ। তিনি যে নির্দোষ তা তিনি এখন দেখিয়েছেন যেন প্রমাণ হয় যে, তিনি নিজে নির্দোষ এবং যে কেউ যীশুর উপর বিশ্বাস করে তাকেও তিনি নির্দোষ বলে গ্রহণ করেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যীশুর মৃত্যুর একটি ব্যবহারিক প্রয়োগও আছে। গালাতীয় মণ্ডলীর কাছে লেখা তার চিঠিতে প্রেরিত পৌল বলেন, "আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে" (গালাতীয় ২ ঃ ২০)। আবারও তিনি বলেন, "যারা খ্রীষ্ট যীশুর, তারা তাদের পাপ স্বভাবকে তার সমস্ত কামনা-বাসনা শুদ্ধ ক্রুশ দিয়ে শেষ করে ফেলেছে" (৫ ঃ ২৪)। এজন্য "আমি" কে, ক্রুশে দিতে হবে, বা অন্য কথায় আমাদের কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিতে হবে, যেন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন আমরা তা করতে পারি। খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ

আমাদেরই ক্রুশারোপণ স্বরূপ হতে হবে। তিনি আমাদের যে পরিত্রাণ দেন তা আমাদের এমন এক পবিত্র জীবন যাপনের সম্ভাবনা দেয় যা সত্য সত্যই ঈশ্বরের সন্তোষ-জনক। আর আমাদের জীবনকে তাঁর প্রভুত্বের কাছে এবং পবিত্র আত্মার পরিচালনার কাছে সঁপে দেওয়ার মাধ্যমে একে অবশ্যই **বাস্তব** হয়ে উঠতে হবে (রোমীয় ৮ঃ ৫-১১)।

১২। আপনি কি আপনার পাপ স্বভাবকে হত্যা করবার কাজে কোন উন্নতি করেছেন? আপনার নোট খাতায় এমন কতগুলি বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করুন যেগুলি অন্যেরা আপনার মধ্যে দেখতে পায় এবং যেগুলি দেখায় যে আপনি 'আমি'কে ক্রুশবিদ্ধ করছেন এবং এই খ্রীষ্টিয় দায়িত্বের প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দিচ্ছেন।

১৩। আমাদের জন্য খ্রীষ্টের সাধিত কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে যে উক্তিগুলি **সত্য** সেগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) তাঁর মৃত্যু পাপের পাওনা পরিশোধ করেছে এবং ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করেছে।

খ) খ্রীষ্টের মৃত্যু ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শক্তি সমূহের ফল। তাই তা ছিল একটি দুর্ঘটনা।

গ) খ্রীষ্টের মৃত্যু ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পূর্ণ সহভাগিতা ফিরিয়ে দিয়েছে।

ঘ) তাঁর মৃত্যু মানুষের পাপের প্রতি ঈশ্বরের ন্যায় বিচারকে তৃপ্ত করেছে।

ঙ) খ্রীষ্টের মৃত্যু বরণের ফলে আমাদেরকে আমাদের পাপের জন্য জবাব দিহি করতে হবে না, এমন কি আমরা যদি বরাবর পাপে লিপ্ত থাকি তবুও না।

চ) মানুষের বিভিন্ন দুর্বলতা এবং ব্যর্থতার জন্য যে ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিতে চান খ্রীষ্টের মৃত্যু তারই একটি উদাহরণ।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ঃ

তিনি যদি মৃত্যু থেকে আবার জীবিত না হতেন তাহলে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত এবং আমাদের বিশ্বাস বৃথা হত (১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫)। এই ঘটনাটি পৃথিবীতে তাঁর কাজ সমাপ্ত হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ। তাই খ্রীষ্টের পুনরুত্থান খ্রীষ্ট ধর্মকে অন্যান্য ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে তুলে ধরে। অপর কোন ধর্মই বলতে পারে না যে তার প্রতিষ্ঠাতার কবর শূন্য। আমরা খ্রীষ্টিয়ানরা আমাদের প্রভুর দেহাবশেষ যেখানে, সেই স্থানে মিলিত হই না, কারণ তিনি কবরের মধ্যে পড়ে থাকেন নি। আমরা জীবিত ত্রাণকর্তা রূপে তার গৌরব করি। তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। আর তিনি জীবিত বলে আমরা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়েছি।

এইরূপে, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হচ্ছে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। খ্রীষ্ট পুনরুত্থান না করলে তাঁর মৃত্যু হত অর্থহীন। কারণ পুনরুত্থানই তাঁর মৃত্যুর ফলপ্রসূতা প্রমাণ করেছে এবং একে যথার্থ মূল্য দান করেছে। এ বিষয় পৌল বলেন, "আমাদের পাপের জন্য যীশুকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল" (রোমীয় ৪ ঃ ২৫)।

পুনরুত্থান আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন তার বহু কারণ রয়েছে। এই মহান ঘটনাটির কতিপয় অপেক্ষাকৃত তাৎপর্যপূর্ণ ফল আমরা লক্ষ্য করব ঃ

১। পুনরুত্থান দেখায় যে, পাপীর বদলে খ্রীষ্টের মৃত্যু গ্রাহ্য হয়েছে। পাপীর বদলে খ্রীষ্টের মৃত্যু যে ঈশ্বর গ্রাহ্য করেছেন, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, কারণ **ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন** (প্রেরিত ২ ঃ ২৪, ৩২ ; ৩ ঃ ১৫ ; ৪ ঃ ১০ ; ৫ ঃ ৩০)।

২। পুনরুত্থান আমাদের প্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে। রোমীয় ১ঃ৪ পদে পৌল লিখেছেন যে, "তাঁর নিষ্পাপ আত্মার দিক থেকে তিনি মহাশক্তিতে **মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে** ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন।"

৩। পুনরুত্থানের ফলে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সামনে **"আমাদের মহা-যাজক"** (ইব্রীয় ৯ঃ২৪)। তিনি আমাদের পক্ষ সমর্থক (রোমীয় ৮ঃ৩৪), স্বর্গীয় জগতে তিনি আমাদের পরিচালক (ইফিষীয় ১ঃ২০-২২), তিনি আমাদের মধ্যস্থ (১ তীমথিয় ২ঃ৫), এবং আমাদের উকিল (১ যোহন ২ঃ১)। এইরূপে, তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করা ছাড়াও খ্রীষ্ট অনুগ্রহ সিংহাসনের সামনে আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

৪। পুনরুত্থান আমাদের পরিত্রাণ সাধনের কাজে ঈশ্বরের মহা-ক্ষমতা প্রকাশ করে। তাই উপযুক্ত রূপে জীবন যাপন ও তাঁর সেবা করবার জন্য তিনি যে আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি দান করবেন সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি। (ফিলিপীয় ১ঃ৬ পদের সাথে ফিলিপীয় ৩ঃ১০ পদের তুলনা করুন)। তিনি সর্বশক্তিমান।

৫। যারা খ্রীষ্টে মৃত্যু বরণ করেন, তাদের যে আবার জীবিত করা হবে, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করে (যোহন ৫ঃ২৮; ৬ঃ৪০; রোমীয় ৮ঃ১১; ১ করিন্থীয় ১৫ঃ২০-২৩; ১ থিষলনীকীয় ৪ঃ১৪)।

অতএব, অনন্ত অতীতে খ্রীষ্টের যে ত্রাণকার্য পরিকল্পিত হয়েছিল এবং অবতারের মাধ্যমে ঈশ্বরের মানব অস্তিত্বে প্রবেশের দ্বারা যা সম্পাদিত হয়েছে, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান তার উপযুক্ত পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। সম্পূর্ণ নিষ্পাপ জীবন যাপন করে খ্রীষ্ট পাপীর নিখুঁত বদলা হিসেবে মৃত্যু বরণ করে তার পাপের পাওনা পরিশোধ করেছেন। এই কাজের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করেছেন,

পাপীকে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত করেছেন এবং তাকে পবিত্র আত্মার প্রতি সাড়া দেবার ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা দেখি যে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কাজ সমাপ্ত হয়েছিল এবং পিতার কাছে তাঁর ফিরে যাবার সময় এসেছিল। তাঁর উপরে অর্পিত দায়িত্ব সুসম্পন্ন হয়েছিল।

১৪। নীচের যে উক্তিগুলি পুনরুত্থানের **সত্য** ফল বর্ণনা করে সেগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) যে কয়েকটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন, যীশুর পুনরুত্থানের ফলে খ্রীষ্ট ধর্ম তাদের একটি হয়েছে।

খ) পুনরুত্থান এটাই দেখিয়েছে যে, ঈশ্বর মানুষের পাপ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে খ্রীষ্টের আত্ম বলিদান গ্রাহ্য করেছেন।

গ) পুনরুত্থানের দ্বারা আমাদের প্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

ঘ) পুনরুত্থানের মাধ্যমে খ্রীষ্ট আমাদের মহা-যাজক হয়েছেন, যিনি ঈশ্বরের সামনে আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

ঙ) পুনরুত্থান এই নিশ্চয়তা বিধান করে যে, খ্রীষ্টিয়ানেরা আর কখনও ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।

চ) পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, যারা খ্রীষ্টে মারা যান খ্রীষ্টের পুনরাগমণের সময় তাদের আবার জীবিত করে তোলা হবে।

স্বর্গারোহণ ও মহিমা প্রাপ্তি ঃ

নূতন নিয়মের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পুনরুত্থানের পরে ৪০ দিন পর্যন্ত পরিচর্যা করে খ্রীষ্ট **স্বর্গারোহণ** করেন বা স্বর্গে ফিরে যান ঃ "শিষ্যদের চোখের সামনেই যীশুকে তুলে নেওয়া হোল এবং তিনি একটা মেঘের আড়ালে চলে গেলেন" (প্রেরিত ১ ঃ ৯)। খ্রষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ প্রেরিতদের প্রচারের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত (প্রেরিত ২ ঃ ৩২-৩৫ ; ইফিষীয় ১ ঃ ২০ ; ১ পিতর ৩ ঃ ২১-২২)। এই দুটি ঘটনা হচ্ছে আমাদের ক্রুশারোপিত প্রভুর মহিমা প্রাপ্তির শুরু।

খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়ার ঘটনাই **স্বর্গারোহণ** নামে পরিচিত। **মহিমা প্রাপ্তি** বলতে **"উচ্চীকৃত হওয়া", "এক উচ্চতর ধাপে উন্নীত হওয়া"** বুঝায়। যীশুকে পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে এক সম্মান-জনক ও গৌরব-জনক অবস্থানে উন্নীত করা হয়েছে। তাঁর স্বর্গারোহণ ও মহিমা প্রাপ্তি আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহিমা প্রাপ্তির মাধ্যমে খ্রীষ্ট সার্বভৌম প্রভু হিসেবে তাঁর উপযুক্ত স্থান লাভ করেছেন (প্রেরিত ২ ঃ ৩৩-৩৬ , ৫ ঃ ৩১ ; ইফিষীয় ১ ঃ ১৯-২৩ ; ইব্রীয় ২ ঃ ১৪-১৮ ; ৪ ঃ ১৪-১৬)। তাঁর এই মহিমান্বিত অবস্থা তাঁর লোকদের জন্য কতিপয় আশ্চর্য উপকার বয়ে এনেছে। আমরা এদের মধ্যে কয়েকটি লক্ষ্য করব ঃ

১। এখন স্বর্গে অবস্থান করলেও আত্মিক ভাবে যীশু খ্রীষ্ট সমগ্র মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ করে সর্বত্র বিদ্যমান (ইফিষীয় ৪ ঃ ১০)। তিনি তাই সব লোকদের আরাধনা লাভের আদর্শ ব্যক্তি (১ করিন্থীয় ১ ঃ ২)।

২। আমরা যেমন বলেছি যীশু স্বর্গে তাঁর যাজকীয় কার্য শুরু করেছেন (ইব্রীয় ৪ ঃ ১৪ ; ৫ ঃ ৫-১০)।

৩। তিনি তাঁর লোকদের নানা বরদান দিয়েছেন (ইফিষীয় ৪ ঃ ৮-১১)। এই বরদানগুলি স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের জন্য (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৪-১১) এবং মণ্ডলীর জন্য (ইফিষীয় ৪ ঃ ৮-১৩)।

৪। তিনি তাঁর লোকদের উপরে পবিত্র আত্মা বর্ষণ করেছেন (প্রেরিত ২ ঃ ৩৩)।

৫। মহিমান্বিত রাজা ও ত্রাণকর্তারূপে তিনি লোকদের মনপরিবর্তন ও বিশ্বাস দান করেন (প্রেরিত ৫ ঃ ৩১ ; ১১ ঃ ১৮ ; ২ পিতর ১ ঃ ১)।

৬। আমাদের স্বর্গে নীত ও মহিমান্বিত প্রভু তাঁর মানবত্ব (মহিমান্বিত দেহ) নিয়ে স্বর্গে গিয়েছেন। ইব্রীয়দের কাছে লেখা পত্রে এই ধারণাটির উপরে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে,

যেখানে লেখক বলেন যে, যীশু মানুষের অভিজ্ঞতার ভাগী হয়েছেন বলে তিনি একজন করুণাময় ও বিশ্বস্ত মহা-যাজক হতে সক্ষম (ইব্রীয় ২ঃ ১৪-১৮; ৪ঃ ১৪-১৬)। এটি আমাদের শক্তি ও সান্ত্বনা লাভের এক মহান উৎস্য।

১৫। আপনার নোট খাতায় **স্বর্গারোহণ** এবং **মহিমা প্রাপ্তি** এই কথাগুলির সংজ্ঞা লিখুন।

১৬। নীচের যে উক্তিগুলি খ্রীষ্টের কাজের ফলগুলির সঠিক বর্ণনা দেয় সেগুলির পাশে ১ লিখুন এবং যেগুলি সঠিক বর্ণনা দেয়না সেগুলির পাশে ২ লিখুন।

..... ক) খ্রীষ্ট এই মহা-বিশ্ব পরিপূর্ণ করে সর্বত্র বিদ্যমান, আর তাই তিনি সমগ্র মানব জাতির আরাধনার এক আদর্শ ব্যক্তি।

.....খ) খ্রীষ্ট লোকদের জন্য তাঁর কাজ সমাপ্ত করেছেন, এবং এখন আর তিনি তাদের আত্মিক জীবনের সাথে জড়িত নন।

..... গ) খ্রীষ্ট ঈশ্বরের লোকদের পক্ষে মহা-যাজকের কার্য আরম্ভ করেছেন।

..... ঘ) খ্রীষ্ট যেমন স্বতন্ত্র বিশ্বাসীদের তেমনি সামগ্রিক ভাবে মণ্ডলীকে বিভিন্ন বরদান দেন।

.....ঙ) বিশ্বাসীদের উপরে পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করা হয়েছে।

.....চ) খ্রীষ্টের মৃত্যু পাপের পাওনা পরিশোধ করে ঈশ্বরের ক্রোধকে শান্ত করেছে।

.....ছ) খ্রীষ্টের মৃত্যু ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পূর্ণ সহভাগিতা স্থাপন করেছে।

.....জ) বিশ্বাসীর পক্ষে তার আত্মিক জীবন বিকাশের আর কোন প্রয়োজন নেই, কারণ যীশু তা সম্পন্ন করেছেন।

.....ঝ) যীশুর পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের এই নিশ্চয়তা দান করে যে, যারা খ্রীষ্টে মৃত্যু বরণ করেন, তাদেরকে আবার মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলা হবে।

এইরূপে, আমরা দেখি যে, খ্রীষ্টের সব কাজই আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি আমাদের পাপের পাওনা পরিশোধ করেছেন। তাঁর পুনরুত্থান আমাদেরকে তাঁর সাথে অনন্ত জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দান করে। তাঁর স্বর্গারোহণ ও মহিমা প্রাপ্তির মাধ্যমে আমাদের সার্বভৌম প্রভু হিসাবে তাঁকে তাঁর উপযুক্ত স্থানে উন্নীত করা হয়েছে। এখন তিনি আমাদের আত্মিক জীবনের পরিপক্কতার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করেন এবং এইভাবে মণ্ডলীকে গড়ে তোলেন ও এর তত্ত্বাবধান করেন।

পরীক্ষা

১। নীচের কোন্‌গুলি বাইবেলে প্রদত্ত খ্রীষ্টের মানবত্বের প্রমাণ দেয়?

ক) মানব-সুলভ সীমাবদ্ধতা এবং মানব-সুলভ নাম।

খ) মানব পূর্বপুরুষ।

গ) মানব-সুলভ পাপ পূর্ণতা।

ঘ) মানুষের চেহারা ও মানুষের মত বিকাশ।

২। যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে বাইবেলের নিদর্শণগুলি দেখায় যে,—

ক) তিনি নিয়মিত ভাবে ঈশ্বরত্বের সমস্ত অধিকারগুলি অনুশীলন করতেন।

খ) তাঁর আচরণ, দাবি এবং গুণাবলী প্রমাণ করেছে, তিনি একজন মানুষ মাত্রের চেয়েও বেশী কিছু।

গ) নিদর্শণগুলি তাঁর ব্যক্তিগত দাবি এবং বন্ধু-বান্ধবদের সাক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৩। নীচের কোন্ উক্তিটির মধ্যে অবতারের প্রকৃতি সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয় শিক্ষার সর্বাপেক্ষা নির্ভুল প্রতিফলন ঘটেছে? প্রভু যীশু খ্রীষ্ট—

ক) ঈশ্বর ছিলেন তিনি মানুষ হওয়ার ভান করেছেন।

খ) মানব স্বভাবের অধিকারী ছিলেন।

গ) ঐশ্বরিক স্বভাবের অধিকারী ছিলেন।

ঘ) প্রকৃত ঈশ্বর এবং প্রকৃত মানব ছিলেন।

৪। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে যীশু খ্রীষ্ট—

ক) একজন মানব ব্যক্তি, যিনি ঈশ্বরত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

খ) একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি, যিনি আমাদের মানবত্ব ধারণ করেছিলেন।

গ) মানুষের কতিপয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন।

ঘ) ঈশ্বরের কতিপয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন।

৫। অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—

ক) মানুষের জন্য ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনাকে সক্রিয় করা।

খ) পুরাতন নিয়মের আইন-কানুনের শাসনের অবসান ঘটান।

গ) মানুষের জন্য এক নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

ঘ) ঈশ্বর প্রকৃতই কিরূপ, তা লোকদের জানান।

৬। খ্রীষ্টের মৃত্যুকে একটি কাজ বলে বিবেচনা করা হয়, কারণ—

ক) তা ছিল এমন একটি কাজ আমাদের পাপের পাওনা পরিশোধের জন্য যা তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।

খ) এজন্য অনেক শারীরিক পরিশ্রম এবং অন্যায় ও মৃত্যু সহ্য করতে হয়েছিল।

গ) তা তাঁর উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

৭। অবতার প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ—

ক) খ্রীষ্ট যাতে আমাদের পাপ সমূহের পাওনা পরিশোধ করতে পারেন সে জন্য তাকে নশ্বর দেহ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

খ) তা লোকদের কাছে স্বর্গীয় পিতাকে প্রকাশ করেছে।

গ) এর মাধ্যমে ঈশ্বর পাপের গভীরতা এবং পাপী মানুষ হওয়া কিরূপ তা জেনেছেন।

ঘ) এর মাধ্যমে খ্রীষ্ট আমাদের একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

৮। খ্রীষ্টের মৃত্যুর একটি ব্যবহারিক অর্থ হোল আমাদের "আমিত্বকে ক্রুশবিদ্ধ করা।" এই মানে, যারা খ্রীষ্টের, তাদের অবশ্যই—

ক) নিজ নিজ পাপের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

খ) তাদের পাপ স্বভাবকে মেরে ফেলতে হবে, কারণ পরিত্রাণ পবিত্র জীবন যাপন সম্ভব করে তোলে।

গ) জানতে হবে যে তাঁর মৃত্যুর দ্বারা খ্রীষ্ট তাদের পাপ স্বভাব দূর করেছেন যেন তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়।

৯। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কাজটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ—

ক) তা দেখিয়েছে যে, পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে খ্রীষ্টের আত্মবলিদান পিতা গ্রাহ্য করেছেন।

খ) তা আমাদের প্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করেছে।

গ) তা এই নিশ্চয়তা দান করে যে, খ্রীষ্টিয়ান কখনও ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।

ঘ) খ্রীষ্ট এখন আমাদের মহা যাজক, যিনি পিতার কাছে আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

ঙ) তা বিশ্বাসীকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে, খ্রীষ্টের পুনরাগমনের সময় তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলা হবে।

১০। আমাদের প্রভুর স্বর্গারোহণ ও মহিমা প্রাপ্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ঘটনাগুলি—

ক) খ্রীষ্টের পরিচর্যার একটি নতুন অংশ সম্পন্ন করেছে ঃ এর ফলে সার্বভৌম প্রভু হিসেবে তিনি মণ্ডলীর যত্ন নেন ও একে গড়ে তোলেন, এবং তিনি সব জায়গায় বিরাজ করেন।

খ) মানুষের পক্ষে খ্রীষ্টের সাধিত কার্যের সমাপ্তি ঘটিয়েছে।

গ) প্রকৃত আত্মিক উপাসনার সূচনা ঘটিয়েছে।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৮। ক) বাক্য (যোহন ১ ঃ ১৪)।
খ) ঈশ্বরের পুত্র (যোহন ১০ ঃ ৩৬)।
গ) মশীহ, খ্রীষ্ট. অভিষিক্ত ব্যক্তি (প্রেরিত ২ ঃ ৩৬)।
ঘ) ইম্মানুয়েল (যিশাইয় ৭ ঃ ১৪)।
ঙ) প্রভু (লূক ২ ঃ ১১)।

১। আপনাকে বলতে হবে, বুদ্ধিগত ভাবে, আত্মিক ভাবে, শারীরিক ভাবে, ও সামাজিক ভাবে। এদের সমস্ত পথেই যীশু বৃদ্ধি পেয়েছিলেন।

৯। ঘ) বাদে সবগুলি সত্য।

১০। ক), গ), এবং ঘ) সত্য।

৩। ক ৪) মানব-সুলভ সীমাবদ্ধতা। ঘ ৩) মানব-সুলভ চেহারা।
খ ৫) মানব-সুলভ নাম। ঙ ২) মানব-সুলভ বিকাশ।
গ ১) মানব পূর্বপুরুষ।

১১। ক, গ, এবং ঘ বৈধ কারণ বর্ণনা করে।

৪। তিনি মানুষের আরাধনা গ্রহণ করেছেন, তিনি পাপ ক্ষমা করেছেন, তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, তাঁকে সব কিছুর বিচার করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

১২। আপনার উত্তর। আমাদের সকলেরই প্রতিদিন এই কাজ করা প্রয়োজন।

৫। তিনি পাপ না করবার দ্বারা তার পবিত্রতা দেখিয়েছেন। তিনি অবনত হওয়ার দ্বারা, নম্রতা, সেবা এবং কোমলতার দ্বারা, পিতা ঈশ্বরের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দ্বারা, এবং অন্যান্য আরও অনেক পথে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন।

২। ক এবং খ সত্য।

৬। তিনি যেন পাপী মানুষের বদলে মৃত্যু বরণ করবার দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেই জন্য তিনি নিজেকে মানুষের সীমাবদ্ধতার অধীন করেছিলেন।

১৪। ক) এবং ঙ) বাদে সবগুলি সত্য।

৭। যীশুর নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ পবিত্রতা এবং ভালবাসা। যীশুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ প্রজ্ঞা, সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞতা, সর্বত্র বিদ্যমানতা, এবং অনন্ততা। তুলনার দ্বারা দেখা যায় যে এগুলি ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য।

১৫। **স্বর্গারোহণ** মহিমান্বিত দেহে খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাবার ঘটনার কথা বলে। **মহিমাপ্রাপ্তি** পিতার ডান পাশে যীশুর এক সম্মান ও গৌরবজনক অবস্থানে উন্নীত হওয়ার কথা বলে।

১৬। খ) ও জ) বাদে সবগুলি উক্তি ঠিক।

১৭। ক, গ এবং ঘ সত্য উক্তি।

নোট